Dr. Ratna Ghosh
P.G. Sem - IV
Paper 405(3)

Date 25/04/2020
Page 1

Unit - I

Q. How did Gandhi's Constructive Programme pave the path for social upliftment? marks - 8

A: অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যাহারের পর গান্ধী-
জি দেশবাসীকে কর্মসূচী গ্রহণ (গঠনমূলক) প্রতিষ্ঠানের
রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে। তার মতে দেশ
সমাজে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে - জন সংগঠন
আন্দোলন যাতে ভবিষ্যতে পরবর্তী জন-আন্দোলন-
গুলির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও ঐক্যবদ্ধ
সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা যায়।
তাই দুর্বল দশা থেকে অহিংসার পক্ষে মানুষ
সংগঠনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি
জাগাতে তিনি পরিকল্পিত। গান্ধীজীর নির্দেশ
মতো গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে-
ছিলেন। তিনি গঠনমূলক কাজের মাধ্যমেই
ভারতবাসীর আন্দোলনে ও সংগঠিত রূপদান।
পরিবর্তন গান্ধীজীর মতাদর্শের
কাজের মধ্যে ছিল প্রধান। এই কাজের মধ্যে
ছিল অস্পৃশ্যতার বর্জন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য,
চরকার প্রচলন, মদ্যপান নিবারণ প্রভৃতি এবং
সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের উন্নয়ন
ইত্যাদি। ১৯২২ ও ১৯২৩ - এ সময় গান্ধী-
ও অনুগামীরা একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করে
স্বাধীনতার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। গান্ধীজীর
ও অনুগামীদের "নো চেঞ্জার"
বলা হয়। 'পরিবর্তন বিরোধী' ও 'পরিবর্তন
পন্থী' কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় ও চরকা

Page 3

গান্ধীজির নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে সত্যাগ্রহী আদর্শে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। তিনি সরকারের এই দমন সংগ্রামে পরবর্তী ভারতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন।

— x —

Q. How did Gandhi emerge in Indian Politics?

Marks - 2

উ। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে ফিরে ভারতে এসে ১৯১৭ খ্রী: ভারতের রাজনীতির আন্দোলনে যোগ দেন।** এর ফলে ভারতের রাজনীতির সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ভারতে গান্ধী যুগের সূচনা হয়। ভারতের পরবর্তী রাজনীতির আন্দোলন গান্ধীজির নির্দেশে পরিচালিত হয়। গান্ধীজির এই উত্থান সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফল, কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

** ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি তিনটি আঞ্চলিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে সাফল্য লাভ করায় তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। বিহার, আমেদাবাদ ও খেড়ায় গান্ধীজির আন্দোলন কৃষক-শ্রমিকদের ইংরেজ সরকার, নীলকর সাহেব ও মালিক-শ্রেণীর শোষণের সম্পর্কে এক তীব্র সচেতনতা গড়ে এবং শুধু তাই নয় সর্বভারতীয় জাতীয় ও জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামবাসীরা গান্ধীজিকে ভগবানের আসনে স্থাপন করতে থাকে।

— x —

Date ____
Page 4

Q. Briefly state the fundamental principles of Gandhian Economic Thought.

Unit - III Marks - 4

উঃ গান্ধীজি অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু ভারতের সমস্যাগুলির সমাধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে পথ প্রদর্শনের জন্য যেসব চিন্তা করে গেছেন সেগুলিকেই, উনিশ শতকের শেষে গান্ধীয় অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা বলে অভিহিত করা হয়। গান্ধীর চিন্তায় ও কর্মে অর্থনীতি ও নীতির মধ্যে সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর অর্থ-নৈতিক চিন্তার নৈতিকতাই মূল ভিত্তি। তাঁর মতে, যে অর্থনীতি ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা নীতি বিরোধী। তিনি বলেন, "আমার প্রতিবেশী দুঃখে থাকলে সেখানে কোনও জিনিসের অন্যায্য দাম নিয়ে কামায়, সেখানে শোষণকারীর পক্ষে এমন কাজ ও অর্থনীতি অন্যায়।"

সমাজের আর্থিক সমতার আদর্শ গান্ধীজির অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অনেকাংশে সামাজিক ন্যায় ও সাম্যবাদের অনুরূপ হলেও, এই দুই মতবাদ থেকে তাঁর আদর্শ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে তিনি তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন নি। গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সমাজের আর্থিক

কৈশোরের (কৈশোরের) কালস্বরূপ কিছু
গীতার কথা ও কবিতা মানবের প্রতিচ্ছবি
মৃত্যুর কল্পনাতীত তিনি নিজে হয়েছেন।
গীতার মত (যেমন এই উপনিষদ অধ্যায়)
তাঁর কাছে গীতাস্বরূপ ছিল। দর্শনের
সমন্বয়ের রূপকে তাঁর কাছে মূর্তিমান
হয়েছে তাই মূলে সমন্বয়ের রূপকারের
যে কর্মের প্রকাশ ছিল - তা তিনি
জীবনে দেখিয়ে গেছেন। আর্থিক সাম্য আদর্শ
নিবারণে গান্ধীর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল।
তিনি ছিলেন আধুনিক একান্নবর্তী পরিবারের
মানব সমাজ সাধনার উপায় সমুন্নতের
পরিবারের উপায় নির্ধারণে দেখা যায়,
তেমনি জীবন অনুশীলনে নীতিবোধের সম্পর্কে
তিনি সচেষ্ট - তাই সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত
করার জন্য হয়েছিলেন।

গান্ধীজির অর্থনীতি

নিজের মূলে আছে নিজ দেশীয় সম্পদ।
স্বামী বিবেকানন্দের মত গান্ধীজি ও যদি
অনুভব হয়, দেশের ভারতীয় জীবন প্রক্রিয়া
রয়েছে দেশের দারিদ্র্যের মূলে। অনুভবে
তাঁর মতে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার
একমাত্র পথ দেশকে স্বয়ং গ্রাম নির্ভর
গ্রামগুলোকে আত্মনির্ভর করা। এটাই ছিল তাঁর
স্বরাজ - স্বরাজের স্বপ্ন। তাঁর জীবন সাধনায়
নেতৃত্বের শক্তিশালী প্রতিমার রূপকার
তিনি ভারতীয় জনগণের আশা - আকাঙ্ক্ষার
প্রতীক হয়ে উঠেছেন। যদিও এটাকে দারিদ্র্য -
পীড়িত দেশবাসীদের চিন্তার সম্পদ। এটার
জন্য তাঁর কাছে ছিল স্বরাজের সার। x — x

Q. What were Gandhi's notions regarding rural reconstruction?

Unit III, Marks - 4

উঃ পূর্বোক্ত অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথেই গান্ধীজি গঠনমূলক কর্মসূচির কথা বলেন। গঠনমূলক কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য তিনি যে নিখুঁত পরিকল্পনা ও নেতৃত্বদানকারী সংগঠন গড়েন তাও [illegible] উদাহরণ বলা যায়।

ভারতের যে বিশাল গ্রাম গ্রামীণ স্বাবলম্বী হতে পারে শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়েছে, তার কৃষির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবনতি ঘটেছে এবং গ্রামীণ মানুষ দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় জর্জরিত হয়েছে, ইংরেজ শাসনে সেই গ্রামীণ ভারত সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই ভারতে কৃষি ও গ্রামীণশিল্পকে পুনর্জীবিত করে গ্রামীণ উন্নয়ন ও পুনর্গঠনই গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল।

গান্ধীর গঠনমূলক লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ভারতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। দেশের প্রত্যেক নাগরিক যেন আত্মনির্ভর হয়ে স্বাবলম্বী জাতিতে পরিণত হতে পারে সেজন্য চরকা, খাদির প্রসার, অস্পৃশ্যতা পরিহার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (সাম্প্রদায়িক) ঐক্য, মাদক বর্জন, গ্রাম-শিল্প, গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান, নারী উন্নয়ন, বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা, অর্থনৈতিক শিক্ষা, [illegible], কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী ও কুষ্ঠরোগীর সেবা ও শিক্ষাদান কার্য — এই সকল গঠনমূলক

দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং বলা যায় অর্থনৈতিক দেশের
সার্বিক সুর তোলা স্বাধীন স্বদেশ আত্মশক্তি
সমাজের প্রয়োজন তার দেশের উন্নয়ন - এইখানেই
চরকা মূল কথা। এই খাদির সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর।
গান্ধীজির বলেছেন, "খাদির স্বদেশ, অহিংসা
সেবার, মানবতার ও বৈপ্লবিক সমতার
প্রতীক। খাদি এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য
হয় না।" একারণে গান্ধীজি আরও বলেছিলেন
— "আমাদের গ্রাম অর্থনীতি আবার অনেক
কারখানার কল থেকে বন্ধ করে দিয়ে -
দেশের গ্রামশিল্পীর হাতে প্রাচীন চরকা
চরকা ও তাঁতের পুনরুজ্জীবন করলেন।"

চরকা গান্ধীজির কাছে
নিছক গ্রাম শিল্পের প্রতীক - তার চেয়েও বেশি
কিছু। বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পব্যবস্থায় গ্রাম
শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং কৃষির
উপর নির্ভর করে গ্রামগুলো গড়ে উঠবে
না। তাই চরকার সুর তোলা গান্ধীজি বিভিন্ন
বলেছেন, পুরোনো গ্রাম শিল্পগুলিকে স্বয়ং-
সম্পূর্ণ এবং পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে
হবে। এই কাজে খাদির প্রচারের জন্য বিশেষ আয়োজন
আয়োজন তিনি করেছিলেন। কিন্তু অনুশীলনের
নিদারুণ পরিহাস স্বাধীন দেশে বিদেশি ভাবধারার
হাতে আমাদের দেশ এখন সমাজ চর্চা করে
গান্ধীজির সেই স্বপ্ন গ্রাম শিল্পগুলিকে
উদ্ধার করা দূরে থাক, এখন বরং তাদের
বিদায় করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে,
যাতে উৎপাদন ও বড়ো পুঁজিপতিদের আধিপত্য।

x —— x